যায়যায়দিন

তারিখ 13 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিতর্কিত ব্যক্তিকে শিক্ষানুরাগী হিসেবে মনোনয়ন

যায়যায়দি রিপোর্ট

সারাদেশে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বারবার অঙ্গীকার করছে, তখন তাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর গভর্নিং বডিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিচ্ছে। এমনকি এ সরকারের আমলে চাঁদাবাজি ও র‍্যাবমেইলের অভিযোগে যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরাও বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি হচ্ছে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে।

সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গভর্নিং বডির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৬ সালে। কিন্তু তখন উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন না করে গড়ে তোলা হয় অ্যাডহক কমিটি। গত জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিজের মনমতো কমিটি গঠন করতে পারবেন না- এ আশঙ্কায় অ্যাডহক কমিটি করেন। অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো সুযোগ না থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। অধ্যক্ষ এ সময় শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিদের মনোনীত করে আনেন।

তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও একটি নামের তালিকা পাঠান। এ তালিকায় এমন এক ব্যক্তির নাম দেয়া হয় যার বৈধ কোনো আয়ের উৎস নেই। যে জমির দালালি, মিথ্যা মামলা দিয়ে মানুষকে হয়রানি এবং উড়োচিঠি দিয়ে চাঁদা আদায় করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। আলী নূর রহমান খান সাজু নামে ওই ব্যক্তির কুখ্যাতি সাভারের সব মহল অবহিত। মাদ্রাসার নামে চাঁদা আদায়, সার চোরাকারবারি, ভেজাল সার ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সাভারের সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ ব্যক্তি যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় গত বছরের ২১ জানুয়ারি। তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ সংবাদ প্রচারিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওই ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহমেদ রেজাকে সাভার কলেজের গভর্নিং বডিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ মনোনয়ন তখন সব মহলেই প্রশংসিত হয়। কিন্তু জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া অধ্যক্ষ এবং তার সহযোগী কতিপয় শিক্ষক বিতর্কিত প্রতারক সাজুকে মনোনীত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন।

একপর্যায়ে তারা অধ্যাপক আহমেদ রেজাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। অধ্যাপক আহমেদ রেজার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অধ্যক্ষ স্বয়ং তাকে উপাচার্যের ইচ্ছানুযায়ী পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি পদত্যাগ করেন। অধ্যাপক আহমেদ রেজার পদত্যাগের সুযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আলী নূর রহমান খান সাজুকে বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাশেদুল হাসানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিনি আহমেদ রেজাকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেননি।

কিন্তু এ কাজে অধ্যক্ষ নিজে সাজুর সঙ্গে মিলে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন বলে প্রমাণিত। অবশ্য অধ্যক্ষ বলেন, কাউকে দেয়া না দেয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, তার কিছুই করার নেই। তবে তিনি সাজুর নাম তালিকায় পাঠিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে কোন বিবেচনায় সাজুর নাম বাদ দিয়েছিল এবং পরে কোন বিবেচনায় তাকেই আবার মনোনীত করেছে, তা রহস্যাবৃত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তির আশীর্বাদ ছাড়া এমনটি হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তির জন্য সহায়ক নয়, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

উল্লেখ্য, আলী নূর রহমান খান সাজু সাভার কলেজের অঘোষিত কর্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি সরাসরি শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। তার প্রভাবে তার শ্যালক ও শ্যালিকা সাভার কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। আবার বর্তমানে অধ্যক্ষের মেয়েকে কোনো বৈধ প্রক্রিয়া ছাড়াই কলেজে নিয়োগ দেন। মূলত এ কাজে অধ্যক্ষ যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিপদে বা প্রশ্নের মুখে না পড়েন সেজন্য সাজুকে তিনি তার হাতে রেখেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, সাভার কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ইলিয়াস খান যখন উপাধ্যক্ষ ছিলেন তখন বিধি অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করার কারণে সরকার তার বেতন বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার এসে তার সব অনিয়ম ধামাচাপা দেয় এবং তাকেই কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ করে। তারপর থেকেই অধ্যক্ষ একটি স্থানীয় অশুভ চক্রের কাছে কলেজকে জিম্মি করে ফেলেন। ফলে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে চলেছে। বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এ কলেজটি দেশের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন কলেজ; কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতার কারণে ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যে হতাশাজনক অবস্থা বিরাজ করছে। সাভারের মানুষ কলেজটিকে বাঁচাতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।